এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

দেশের কৃষি এখন চলে যাচ্ছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের হাতে। অধিক ফসল ফলানোর জন্য আসছে হাইব্রিড বীজ। ফলানো হচ্ছে জিঙ্ক প্রযুক্তির উপশিফসল। ফলে আজ দেশের কৃষির জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে। হারিয়ে যাচ্ছে দেশের ১৫ হাজার প্রজাতির ধান। আমাদের কৃষক হারিয়ে ফেলছে উত্তরসূরি হিসেবে প্রাপ্ত তার লোকজ জ্ঞান। কৃষির এ হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সাহসী উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন একজন কবি, তার্কিক। তিনি ফরহাদ মজহার। নয়া কৃষি আন্দোলন আজ কৃষিতে এনেছে নতুন মাত্রা।

নয়া কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে আজ ১২ কেন্দ্রের ২ লাখ কৃষক। তারা কোনো ধরনের কীটনাশক ওষুধ ছাড়া দেশীয় বীজের মাধ্যমে ফসল ফলাচ্ছে। এতে লাগছে না রাসায়নিক সার। ফলে কৃষকের কৃষি ব্যয় কমে আসছে। কৃষক তার লোকজ জ্ঞান ব্যবহার করে অধিক ফসল ফলাচ্ছে। নয়া কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কৃষির জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে না। এ সমীক্ষায় দেখা গেছে, নয়া কৃষির ফলে গ্রামের শতকরা ১৫ ভাগ নিঃস্ব মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারছে, হাঁস-মুরগি পশুপালন করে। কারণ কৃষিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার না হওয়ায় পুকুরে থাকছে ছোট মাছ। মাঠে থাকছে সবুজ ঘাস। জমির পাশে জন্মাচ্ছে গুল্মলতা, শাক-সবজি জন্মাচ্ছে। এ থেকেই বেঁচে থাকতে পারছে গরিব মানুষ। তারা পুষ্টি সংকটে অন্য গ্রাম থেকে কম ভুগছে। সর্বোপরি নয়া কৃষির মাধ্যমে আমাদের প্রায় হারিয়ে যাওয়া ধান বীজগুলো রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

'৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে একঝাঁক তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করতে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তারাই ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সমৃদ্ধ এক দেশ গড়ার জন্য। ফরহাদ মজহার একজন কবি, নাট্যকার, মার্কসিস্ট তার্কিক হিসেবে পরিচিতি পান। তিনি তার জ্ঞানকে কৃষকদের গড়ে তোলার কাজেও লাগান। হয়ে ওঠেন একজন কৃষকের বন্ধু। কৃষি বিজ্ঞানী। তার নয়া কৃষি আন্দোলন শুধু দেশে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মডেল হয়ে উঠেছে।

চারদিকে এক শ্বাসরুদ্ধকর নিরাপদহীন পরিবেশ। দেশের ছেলে হিসেবে পরিচিত ব্রিটিশ কূটনীতিক আনোয়ার চৌধুরী গেলেন সিলেটে। সেখানে শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে গ্রেনেডবিদ্ধ হলেন। উত্তরবঙ্গে মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতার ব্যানারে বাংলা ভাই মধ্যযুগীয় বর্বরতা শুরু করেছে প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রকাশ্যে নিহত হলেন একজন এমপি। রাজধানীতে পাওয়া গেল এক তরুণীর ৯ টুকরো লাশ। সর্বত্র বাড়ছে সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্য। আতঙ্কিত জনগণ। রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট এ পরিস্থিতি থেকে তারা পরিত্রাণ পেতে চায়।

প্রচ্ছদের ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com